ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়

জনতথ্য বিভাগ, ওয়াসা ভবন

৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা- ১২১৫,

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৯০২ তারিখ ঃ ১৮/০৮/২০২২

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
ঢাকা।

বিষয় ঃ প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসা'র প্রতিবাদ।

১৮ আগস্ট ২০২২ ইং তারিখে আপনাদের "দৈনিক সমকাল" পত্রিকায় "তৈরি হল পয়ঃ শোধনাগার তবে নেই বর্জ্য নেওয়ার পাইপলাইন" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরুপঃ

উপরিল্লিখিত প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পটি প্রথমে হাতিরঝিলের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে "Sewage Treatment Plant at Dasherkandi for Treating Diverted Sewage from Hatirjheel and Bagunbari Khal" শীর্ষক প্রকল্প নামে ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নামকরণ করা হয় "Dasherkandi Sewage Treatment Plant Project"। উল্লেখ্য, BRTC-BUET কর্তৃক ২০১২ সালে উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study, Survey, EIA and Detail Design সম্পন্ন করা হয়। BRTC-BUET এর Design অনুযায়ী হাতিরঝিলের দুই পার্শ্বে "বাংলাদেশ আর্মি" এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নির্মিত Special Sewage Diversion Structure (SSDS) এর মাধ্যমে আগত পয়ঃ দাশেরকান্দিতে নিয়ে Treatment করে নড়াই খালে Discharge করে বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর দূষণ কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানোর প্রস্তাব করা হয়। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত উক্ত SSDS এর মাধ্যমে আগত পয়ঃ রামপুরা ব্রীজের নিকট সরাসরি পাম্পিং করে রামপুরা খালে Discharge করার ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ঢাকা মহানগরবাসীর শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০১৩ সালে একটি Sewerage Master Plan প্রণয়ন করা হয়। যেখানে ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে ৫(পাঁচ)টি পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প উক্ত ০৫ টি পয়ঃ শোধনাগারের মধ্যে অন্যতম। দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পটি চায়না এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে EPC/Turnkey পদ্ধতিতে চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০১(এক) টি Sewage Lifting Station, ০৫ কি.মি. Trunk Main Sewer (Dual Line) ও ৫০০ এমএলডি ক্ষমতা সম্পন্ন পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মূল ডিপিপিতে মোট ব্যয় ৩৩১৭.৭৭ কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ১১২৩.৭৭ কোটি টাকা; প্রকল্প সাহায্য খাতে ২৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২১৮৪.০০ কোটি) ও ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব খাতে ১০.০০ কোটি টাকা ছিল।

মূল ডিপিপিতে Operation & Maintenance এর ব্যয় বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না। পরবর্তীতে ১(এক) বছরের Operation & Maintenance এর কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ সংশোধিত ডিপিপিতে কর্মপরিধি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মোট ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭১২.৫৪ কোটি টাকা হয়। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ১৩৩৬.৫৪ কোটি টাকা; প্রকল্প সাহায্য খাতে ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৩৬৬.০০ কোটি টাকা) ও ঢাকা ওয়াসা খাতে ১০.০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য খাতে কোন ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি। অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্প কাজে বিঘ্ন হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৩০.১২ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৭১২.৫৪ কোটির পরিবর্তে ৩৪৮২.৪২ কোটি টাকা হয়েছে। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ১১০৬.৪২ কোটি; প্রকল্প সাহায্য খাতে ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ঢাকা ওয়াসা খাতে ১০.০০ কোটি টাকা। বর্তমানে দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগারটিতে Trial Operation চলমান রয়েছে। BRTC-BUET এর Design অনুযায়ী হাতিরঝিলের দুই পার্শ্বে "বাংলাদেশ আর্মি" এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক নির্মিত Special Sewage Diversion Structure (SSDS) এর মাধ্যমে আগত পয়ঃ বর্জ্য আফতাব নগর প্রধান সড়ক বরাবর প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১০ কিলোমিটার Trunk Main Sewer Line এর মাধ্যমে দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগারে নিয়ে পরিশোধন করা হচ্ছে এবং বর্তমানে পয়ঃ শোধনাগারটি তার পূর্ণ ক্ষমতা অর্থাৎ ৫০০ এমএলডি-তে চলমান রয়েছে। সুতরাং প্রকাশিত সংবাদে প্রকল্পের আওতায় ১০ কিলোমিটার Trunk Main Sewer Line স্থাপন করতে পারেনি খবরটি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

অন্যদিকে আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পটি BRTC-BUET এর Feasibility Study অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত Feasibility Study -তে BRTC-BUET এর মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

The Sewage that will be diverted through the peripheral "main diversion sewers" of Hatirjheel will eventually be carried to Dasherkandi Sewage Treatment Plant (DSTP), to be constructed at Dasherkandi about 5 km to the east from Rampura. As a part of DSTP Project, a sewage pumping station will be constructed at Rampura (upstream of Rampura bridge) for pumping the sewage diverted through the "main diversion sewers"; the pumped sewage will then be carried to the DSTP through truck sewer (to be laid through Aftabnagar).

উপরে বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সফল এবং সে অনুযায়ী পয়ঃ শোধনাগারটি সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ শেষে Trial Operation চলমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে আলাদাভাবে অন্য কোন পাইপলাইন নির্মাণ করার ব্যবস্থা ছিল না।

ঢাকা শহরের পয়ঃ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ এর অংশ হিসেবে দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগারের Catchment Area -তে ভবিষ্যতে Sewer Collection Network নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সরকারের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প এর উদ্দেশ্য এবং হাল নাগাদ অবস্থা সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবগত রয়েছে। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে ভুল বুঝানো মর্মে যে অসত্য, ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বিধি ও আইনের পরিপন্থি। এমতাবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে অসত্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগারটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এবং ঢাকা শহরের পয়ঃ নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থাপনার একটি মাইল ফলক। প্রতিবেদক নিজস্ব মনগড়া তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে এরুপ প্রতিবেদন তৈরী করেছেন- যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের "দৈনিক সমকাল" পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৮/৮/২০১২

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।